প্রথম আলো

তারিখ ... 30 JUN 201[illegible]

কর্মকর্তার ৮৪ পদ শূন্য, শিক্ষা কার্যক্রম তদারকিতে সমস্যা

সাইফুর রহমান, বরিশাল ●

বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলায় সরকারি ও বেসরকারি মিলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পাঁচ হাজার ৭৪৩টি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তদারকির জন্য শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার ২৯১টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে ৮৪টি শূন্য থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না।

মুলাদী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি কামাল পাশা বলেন, উপজেলা সদর এবং আশপাশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা কর্মকর্তাদের তদারকি থাকলেও প্রত্যন্ত ইউনিয়নের বিদ্যালয়গুলোতে তদারকি কম হয়। একই অভিযোগ হিজলা, মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এবং সদস্যদের।

বাকেরগঞ্জ উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ফসল জামিল বলেন, জনবলের সংকটের কারণে স্কুল তদারকির দায়িত্ব পালন করাই সম্ভব হয় না; তার ওপর ভিজিএফ, ভিজিডি, একটি বাড়ি একটি খামার, কর্মসৃজন কর্মসূচির ট্যাগ কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করতে হয় সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের।

একজন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তিনি ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তদারকির জন্য যাতায়াতভাতা পান মাত্র ৫০০ টাকা। অথচ প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসায় খরচ হয় ৫০০-৬০০ টাকা। এ কারণেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় সূত্র জানায়, বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলার পাঁচ হাজার ৭৪৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য ৪০ জন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ২৫১ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ রয়েছে। এর বিপরীতে ৩২ জন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ১৭৫ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কর্মরত আছেন।

পিরোজপুরের সাতটি উপজেলার মধ্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দুটি এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৪৬টি পদের মধ্যে ১৭টি শূন্য। ঝালকাঠিতে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দুটি পদ শূন্য। পিরোজপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন বলেন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেক পদ খালি থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকির আওতায় আনা যাচ্ছে না।

বরিশাল বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা

বরিশাল জেলার ১০ উপজেলার মধ্যে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দুটি পদ শূন্য। এ ছাড়া সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৬৫টি পদের মধ্যে ১৬টি শূন্য। বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ আলম বলেন, 'আপাতত একটু সমস্যা হচ্ছে। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগের একটি পরিকল্পনা রয়েছে। ওই নিয়োগ হয়ে গেলে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা সম্ভব হবে।'

পটুয়াখালীতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার একটি এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ১৫টি পদ শূন্য। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল কাদের বলেন, 'জনবলসংকটের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।' বরগুনার পাঁচটি উপজেলার দুটিতে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৩১ পদের মধ্যে ১১টি শূন্য।

বরগুনার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিখিল চন্দ্র বলেন, 'পাঁচজনের কাজ তো তিনজন দিয়ে করা সম্ভব নয়। জনবলসংকটের কারণে সব সময় বিদ্যালয়গুলো তদারকির আওতায় আনা সম্ভব হয় না।' ভোলার সাতটি উপজেলার একটিতে শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৩৭টি পদের ১৫টি শূন্য। ভোলা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন বলেন, উপজেলা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ১৬টি পদ শূন্য থাকায় বিদ্যালয় তদারকিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বরিশাল বিভাগীয় উপপরিচালক এস এম ফারুক বলেন, 'শিক্ষা কর্মকর্তার অনেক পদ শূন্য। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। তাই এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।'